বেকারদের কর্মক্ষম করার চ্যালেঞ্জ

বেকার ভাতা একটা সাময়িক 'ব্যান্ডেজ' হতে পারে, কিন্তু আসল চিকিৎসা হল নতুন কর্মসংস্থান এবং শিল্প।

দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম সন্দেশ

পৌরাণিক বসন্ত ও বাংলার সংস্কৃতি

পুরাণ অনুযায়ী দোলযাত্রা মূলত রাধা-কৃষ্ণের শাশ্বত প্রেম এবং রঙের খেলাকে কেন্দ্র করে উদযাপিত হয়।

Monthtly Newspaper: Vol-3 ● Issue - 3 ● March 2026 ● link with RNI Regn. No. WBBEN16094, Declaration No. 10/SDO-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price: 5/-

লাল থেকে ঘাসফুল

২০২৬-এর আগে বঙ্গ রাজনীতির নতুন সমীকরণ

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের সরগরম রাজনীতি। বামেদের একসময়ের 'পোস্টার বয়' এবং ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতীকুর রহমান সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। এই ঘটনা যেমন বাম শিবিরে কম্পন সৃষ্টি করেছে, তেমনই মহম্মদ সেলিমের কড়া প্রতিক্রিয়া আগামীর লড়াইকে আরও তিক্ত করে তুলেছে।

প্রতীকের দলবদল, অবশ্যই বঙ্গ রাজনীতির এইরকম একটা যথেষ্টই টালমাটাল সময়ে, তাঁর কেরিয়ারের জন্য একটি বড়ো টার্নিং পয়েন্ট। তিনি জানিয়েছেন, বিজেপি-র মোকাবিলায় বামেদের চেয়ে তৃণমূলকে বেশি শক্তিশালী মঞ্চ বলে মনে করছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর এই নতুন সমীকরণ তাঁকে সংগঠনের বড়ো দায়িত্ব এনে দিতে পারে।

অন্যদিকে আবার এটাও ঘটনা যে, দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের সাথীদের ত্যাগ করে 'শত্রু শিবিরে' যোগ দেওয়ায় তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা এই মুহূর্তে অবশ্যই কিন্তু বড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে। বিশেষ করে যখন বিরোধীরা একে 'সুবিধাবাদী রাজনীতি' হিসেবে দাগিয়ে দিচ্ছে।

ছবি : সংগৃহীত

প্রতীক দল ছাড়ার পর সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বিষয়টিকে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তাঁর প্রতিক্রিয়ার নির্যাস হল, সেলিম বলেছেন, একজন কর্মীকে হারানো তাঁর নিজের দিক থেকে অবশ্যই নিজের সন্তানকে হারানোর মতো কষ্টের। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া যাদের কাছে বড়ো, তাদের জন্য বামপন্থায় কোনো জায়গা নেই। প্রতীককে নিশানা করে তিনি কটাক্ষ করেছেন যে, তৃণমূল এখন বামেদের বাতিল করা অংশ বা 'জঞ্জাল' দিয়ে ঘর গোছাচ্ছে। তাঁর দাবি, কেউ দল ছাড়লে লড়াই থামে না, বরং লড়াইয়ের ময়দান আরও পরিষ্কার হয়। প্রতীকুর রহমান নিসন্দেহে রাজ্যের সংখ্যালঘু এবং তরুণ প্রজন্মের কাছে বামেদের অন্যতম মুখ ছিলেন। তাঁর চলে যাওয়া, অর্থাৎ দল বদল মানে সংখ্যালঘু ও শিক্ষিত তরুণ ভোটারদের একটি বড়ো অংশের বামেদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার সম্ভাবনা। বিশেষ করে এই ঘটনার পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো জায়গায় বামেদের নতুন করে রণকৌশল সাজাতে হবে। ফলে, প্রতীকের এই দলবদল তাদের জন্য নিঃসন্দেহে মন্দ খবর। বিশেষ করে এতে ২০২৬-এর আগে তরুণ ও সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে যে ভাঙন ধরবে, তা সামলানো আলিমুদ্দিনের জন্য হিমালয় জয়ের মতো কঠিন হতে পারে। উল্টোদিকে, তৃণমূলের জন্য এটি একটি বিরাট জয়, কারণ তারা প্রমাণ করতে পারল যে বামপন্থার 'ব্র্যান্ড' এখন ক্ষয়িষ্ণু।

কিন্তু একই সঙ্গে বলার যে, প্রতীকের এই পদক্ষেপ দীর্ঘমেয়াদে তাঁর জন্য আশীর্বাদ না কি অভিশাপ হবে, তা অবশ্যই নির্ভর করছে তৃণমূলের অন্দরে তিনি কতটা জায়গা করে নিতে পারেন তার ওপর। তবে আপাতত, বামেদের ঘরের মাঠে গোল দিয়ে তিনি লড়াইয়ের সমীকরণটাই বদলে দিয়েছেন।

কিন্তু সব কিছুর পরেও প্রশ্ন যে,প্রতীকের দলবদল কি কেবলই এক ব্যক্তির প্রস্থান, নাকি বামেদের তরুণ রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা হারানো ? মহম্মদ সেলিমের 'অনড় আদর্শ' বনাম প্রতীকের 'বাস্তববাদী রাজনীতি'— কে শেষ হাসি হাসবে, তা ২০২৬-এর নির্বাচনী ফলাফলেই পরিষ্কার হবে।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

'লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি' না কি পরিকল্পিত ছাঁটাই?

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হওয়ার প্রথম ধাপই হল ভোটার তালিকা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচনের আগে যে 'চূড়ান্ত' তালিকা প্রকাশিত হল, তা কি আদৌ স্বচ্ছ? না কি এর আড়ালে লুকিয়ে আছে কয়েক লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার এক সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র? গত ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত খসড়া তালিকা থেকে আরম্ভ করে এই সাম্প্রতিক চূড়ান্ত তালিকার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে যে ভয়াবহ ছবিটা ফুটে উঠছে, তাকে কোনোভাবেই 'সামান্য ভুল' বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

হিসেব বলছে, গত ডিসেম্বরের খসড়া তালিকায় নাম ছিল ৭ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩০ জনের। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকায় সেই সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮৪-তে। অর্থাৎ, খসড়া তালিকা থেকে এক ঝটকায় প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ নাম গায়েব হয়ে গিয়েছে! কমিশনের কাছে এর

ছবি : সংগৃহীত

কোনো সদুত্তর নেই। কিসের ভিত্তিতে বা কাদের আপত্তিতে এত বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ল, তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন আধিকারিকরা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দায়সারাভাবে 'ভুলভ্রান্তি'র কথা স্বীকার করলেও, প্রশ্ন উঠছে—এই বিশাল সংখ্যক মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কি তবে স্রেফ 'সামান্য ত্রুটি'র বলি হবে? কমিশন আবার একই সঙ্গে ঢাকঢোল পিটিয়ে জানাচ্ছে যে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭০৭ জন নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ফর্ম-৬ পূরণ করে এসেছেন ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৬ জন। কিন্তু মুদ্রার উল্টো পিঠটা যে আবার ভয়াবহ। যেখানে কয়েক লক্ষ নাম বাদ যাচ্ছে, সেখানে এই সামান্য নতুন অন্তর্ভুক্তি কি আদৌ তালিকার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছে? সবথেকে বড়ো প্রহসন হল, যেখানে জীবিত মানুষের নাম বাদ পড়ছে, সেখানে বহু জায়গায় মৃত ব্যক্তিদের নাম তালিকায় জ্বলজ্বল করছে। স্বচ্ছতার এই দাবি কি তবে প্রহসন মাত্র?

সবচেয়ে বিস্ফোরক তথ্য হল 'বিচারাধীন' (Under Process) ভোটারদের সংখ্যা। কমিশনের নিজস্ব হিসেবেই ১ কোটি ৫২ লক্ষ ভোটারের ভাগ্য ঝুলে আছে। এর মধ্যে ৬০ লক্ষ ভোটার বিচারাধীন হিসেবে আটকে। বাকি ৯২ লক্ষ ভোটারের ক্ষেত্রে রয়েছে 'লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি' এবং 'আন-ম্যাপড' সমস্যা। অর্থাৎ, কোটি কোটি মানুষের ভোটাধিকার এখন স্রেফ কিছু যান্ত্রিক বা

পরবর্তী অংশ ২ পাতায়

প্রথম সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-3 ● March 2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

সম্পাদকীয়

বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়ছে—

“এসে দাঁড়াও, ভেসে দাঁড়াও এবং ভালবেসে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও…”

দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির বসন্ত উৎসব

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এ অনুষ্ঠিত হল “দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি”র বসন্ত উৎসব। বিকাল চারটের একটু পরে বসন্তের সংগীতে দুই শিশুর নৃত্য পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরবর্তীতে মঞ্চে বিশিষ্ট ও গুণী মানুষেরা বক্তব্য রাখেন। “দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির” সচিব বিশাখা লস্কর জানান, প্রতি বছর বসন্ত উৎসব তাঁরা পালন করেন। শুধুমাত্র নিষিদ্ধ পল্লীর মহিলারা নয়, এবছর শান্তিপুর, টিটাগড়,কালনা, শেওড়াফুলি থেকে সেদিনের উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে ছোটো ছেলেমেয়েরা। উৎসব এ অংশগ্রহণ করা শুধু নয় বিশাখা লস্করের মতে তাঁদের এই উৎসব অত্যন্ত পরিবারিক মেজাজে আয়োজিত হয়। প্রত্যেকে অংশ নেন নাচ বা গান গেয়ে নয়, তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয় তাঁরা অনুষ্ঠানের পার্ট।

অনেক আগে থেকে তারা আগ্রহ প্রকাশ করে উৎসবকে কেন্দ্র করে। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আলো - আঁধার পরিবেশে নিষিদ্ধ পল্লীর মহিলা সহ উপস্থিত সকলে একসঙ্গে “যেমন খুশি নাচ” বেশ মনোগ্রাহী হয়। উত্তর কলকাতার শীতলা মন্দির চত্বর সেদিন বসন্তের ছোঁয়ায় ছিল ভরপুর উৎসবমুখর। ছোট্ট কয়েক ঘন্টার এই অনুষ্ঠান প্রতি বছর মন থেকে উপস্থিত থাকার অদ্ভুত টান অনুভূত হয়। সেই সঙ্গে আগামী বছরের দিনগোনা শুরু।

প্রথম সন্দেশ

“প্রথম সন্দেশ” সংবাদপত্রের জন্য সংবাদকর্মী চাই।
আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন 9836765148 এই নম্বরে
সকাল 12 থেকে দুপুর 3 টের মধ্যে।

বেকারদের কর্মক্ষম করাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ

ছবি: সংগৃহীত

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : এই মুহূর্তে রাজ্যে বেকার ভাতার জন্যে আবেদনকারীর সংখ্যা বেসরকারি কোনো কোনো সূত্রের মতে নাকি গিয়ে দাঁড়িয়েছে বা দাঁড়াতে চলেছে আট লক্ষ বা তার কাছাকাছি অঙ্কে। অঙ্কটির সত্যমিথ্যা নিয়ে অচিরেই বিপুল তোলপাড় পড়বে বলা বাহুল্য। বিশেষ করে যখন ভোট প্রায় দরজায় কড়া নাড়ছে বা নাড়তে চলেছে। সেক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে একটু তলিয়ে ভাবাটা সম্ভবত জরুরি, বিশেষ করে যেখানে বিষয়টি রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত।

আট লাখ আবেদনকারীর এই সংখ্যাটা তো কেবল একটা পরিসংখ্যান নয়, বরং একটা রাজ্যের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ‘অ্যালার্ম বেল’। বেকারত্ব যখন এই পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন তার প্রভাব শুধু বর্তমান প্রজন্মের ওপর নয়, বরং গোটা সমাজের ডিএনএ-তে গিয়ে পড়ে। তরুণ প্রজন্মের এই বিশাল অংশ কর্মহীন থাকার ফলে আগামী দিনে যে জটিল চেহারা আমরা দেখতে চলেছি, তার চেহারাটা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

ভারত বা যেকোনো উন্নয়নশীল রাজ্যের বড় শক্তি হল তার ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড’ (তরুণ কর্মক্ষম জনশক্তি)। কিন্তু যখন তারা কাজ পায় না, তখন এই শক্তিই দায় বা ‘লায়াবিলিটি’ হয়ে দাঁড়ায়। লাখ লাখ তরুণ মস্তিষ্কের সৃজনশীলতা ও শ্রম যখন কাজে লাগে না, তখন রাজ্যের জিডিপি (GDP) দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পাশাপাশি, পকেটে টাকা না থাকলে মানুষ খরচ কমিয়ে দেয়। ফলে বাজার মন্দা দেখা দেয় এবং নতুন বিনিয়োগ আসার পথও বন্ধ হয়ে যায়।

বেকারত্ব আর হতাশা হাত ধরাধরি করে চলে। যখন একজন শিক্ষিত যুবক তার যোগ্যতার মূল্যায়ন পায় না, তখন তার মধ্যে জন্ম নেয় তীব্র ক্ষোভ। হতাশাগ্রস্ত তরুণদের খুব সহজেই অসাধু চক্র অপরাধের দিকে প্রলুব্ধ করতে পারে। মাদক পাচার, সিন্ডিকেট বা ছোটখাটো অপরাধে এদের জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। আর্থিক অভাব থেকে পরিবারে অশান্তি বাড়ে, যা শেষ পর্যন্ত বিবাহবিচ্ছেদ বা পারিবারিক ভাঙনের রূপ নেয়।

যে তরুণদের হাত ধরে রাজ্যের পরিকাঠামো বদলানোর কথা ছিল, সুযোগের অভাবে তারা ভিনরাজ্যে বা বিদেশে পাড়ি দেবে। রাজ্যের সবচেয়ে মেধাবী অংশটি বাইরে চলে যাওয়ায় স্থানীয় স্তরে উদ্ভাবন বা নতুন স্টার্টআপ তৈরি হবে না। রাজ্যটি শেষ পর্যন্ত কেবল ‘শ্রমিক জোগানদাতা’ হিসেবে পরিচিতি পাবে, যেখানে উচ্চশিক্ষিত তরুণরা কাজের খোঁজে পরিযায়ী হতে বাধ্য হবে।

দীর্ঘদিন বেকার থাকার ফলে তরুণ প্রজন্মের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর যে আঘাত আসে, তা অপূরণীয়। হতাশা ও বিষণ্ণতা: ‘ব্যর্থ’ তকমা লেগে যাওয়ার ভয়ে অনেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আত্মহত্যার প্রবণতা: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেকারত্বের কারণে আত্মহত্যার হার উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। একটি প্রজন্মের আত্মবিশ্বাস ভেঙে যাওয়া মানে একটি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়া।

বেকার ভাতা সাময়িক উপশম দিলেও দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয়। তরুণ প্রজন্ম যদি কেবল ভাতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তবে তাদের মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা মরে যায়। বেকারদের এই বিশাল বাহিনীকে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করে, যা অনেক সময় হাঙ্গামা বা অস্থিরতার কারণ হয়। ভবিষ্যতের চেহারা কী হতে পারে?

যদি এখনই কর্মসংস্থানের সুষ্ঠু পরিবেশ (শিল্পায়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উৎসাহ দান এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট) তৈরি না হয়, তবে আগামী ১০ বছরে আমরা একটি ‘হতাশ সমাজ’ দেখতে পাব। যেখানে বয়স্কদের সংখ্যা বাড়বে, কিন্তু তাদের দেখাশোনা করার মতো বা অর্থনীতিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো সবল তরুণ হাতগুলো হয়তো রাজ্যের সীমানার বাইরে থাকবে।

বেকার ভাতা একটা সাময়িক ‘ব্যান্ডেজ’ হতে পারে, কিন্তু আসল চিকিৎসা হল নতুন কর্মসংস্থান এবং শিল্প। ৮ লাখ আবেদনকারী মানে ৮ লাখ স্বপ্ন থমকে আছে। এদের কর্মক্ষম করাটাই হবে আগামী সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

১ পাতার পর

প্রশাসনিক পরিভাষার জালে বন্দি।

শীর্ষ আদালত এই তালিকাকে ‘চূড়ান্ত’ বলে সিলমোহর দেওয়ায় কমিশনের সামনে এখন ভোটের দিন ঘোষণা করতে কোনো বাধা নেই ঠিকই, কিন্তু প্রশ্ন হল, একবার রণভেরি বেজে উঠলে এই ৯২ লক্ষ বা ৬০ লক্ষ ভোটারের কথা ভাবার সময় কি কমিশনের থাকবে? না কি ‘বিচারাধীন’ তকমা দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে বুথের বাইরে আটকে রাখার এক নীল নকশা অল্রেডি তৈরি হয়েই গিয়েছে?

রাজ্য নির্বাচন কমিশন বলছে, যাঁরা বাদ পড়েছেন তাঁরা আবার ফর্ম-৬ পূরণ করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু ভোটের দিন ঘোষণা হয়ে গেলে এবং নির্বাচনী বিধি কার্যকর হলে এই প্রক্রিয়া কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। অর্থাৎ, ‘সমস্যা আছে এবং রয়েই গেল’ এই সত্যিটাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই। তার থেকেও বড়ো প্রশ্ন, এই স্তূপাকার প্রশাসনিক ব্যর্থতা আর স্বচ্ছতার অভাবের মাশুল কেন শেষ পর্যন্ত সেই সাধারণ ভোটারকেই দিতে হবে?

এই ‘ত্রুটিপূর্ণ’ ভোটার তালিকা নিয়ে ভোটে যাওয়া মানেই হল গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা। কমিশন যদি এখনই এই ‘লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি’ এবং বিচারাধীন ভোটারদের জট না কাটায়, তবে আগামী দিনে নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা চরমে পৌঁছাবে। এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন সত্যিই স্বচ্ছতা বজায় রাখতে চায়, নাকি স্রেফ সংখ্যাতত্ত্বের খেলায় মেতে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে!

বিদায় নিলেন মধ্যবিত্ত কলকাতার ইতিহাসকার

প্রতিম মুখোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের আকাশ আজ খানিক ফাঁকা। প্রয়াত হলেন সাহিত্যিক শংকর (মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়)। বয়সজনিত অসুস্থতায় দীর্ঘ দিন ভুগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। আর সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল এক বিশেষ ধরনের গল্প বলার ভঙ্গি—যে ভঙ্গি আমাদের শহরকে, আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর ব্যর্থতাকে এক অদ্ভুত নিরাবেগ মমতায় ধরে রাখত।

পাঠকের মনে শংকর মানেই এক অদৃশ্য দরজা খুলে যাওয়া। সেই দরজা দিয়ে দেখা যায় হোটেলের ঝলমলে লবি, ক্লান্ত রিসেপশন ডেস্ক, বিচারালয়ের দীর্ঘ করিডর, কিংবা কর্পোরেট অফিসের সাদা আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা এক উচ্চাভিলাষী যুবক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘চৌরঙ্গী’, ‘কত অজানারে’, ‘জন অরণ্য’, ‘নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি’ ইত্যাদি তো আজ আর শুধু কাহিনি নয়—বরং একটি সময়ের দলিল। স্বাধীনতার পরবর্তী কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপোড়েন, সাফল্যের মোহ, আর

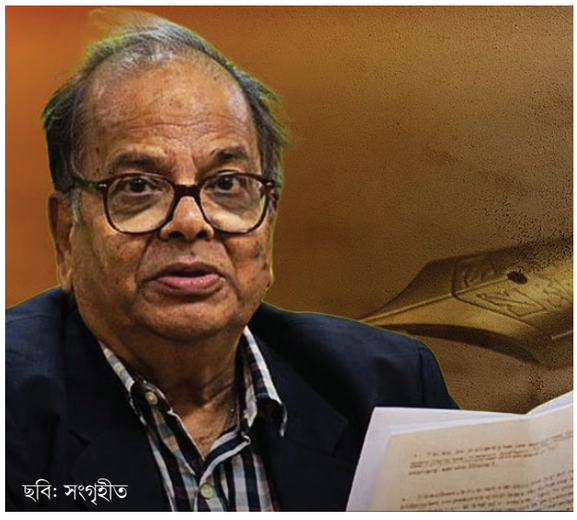
ছবি: সংগৃহীত

নৈতিক সংশয়ের সুনিপুণ দলিল—যার কিয়দংশ যদি হয় তাঁর বিচিত্র সমস্ত দিগন্ত ব্যাপ্ত করা উপন্যাস, তাহলে অন্য অংশ হতে বাধ্য তাঁর বিবেকানন্দ সিরিজ, যার পরতে পরতে ধরা রইল বাঙালির হয়ে ওঠার ইতিহাস।

বিচিত্র এক নিরাসক্ত অথচ মানবিক ভঙ্গিই তাঁকে আলাদা করেছে সমসাময়িকদের ভিড়ে। তিনি উচ্চকিত রাজনৈতিক স্লোগান লেখেননি, কিন্তু তাঁর গল্পে সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক সুর অনুপস্থিত ছিল না। শহরের বিবর্তন, মূল্যবোধের পরিবর্তন, অর্থনীতির নতুন রূপরেখা—সব কিছুই তাঁর কাহিনির ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে।

সমালোচকেরা বলেন, শংকর ছিলেন শহুরে মধ্যবিত্তের অন্তরঙ্গ ইতিহাসকার। তাঁর চরিত্রেরা বড়ো কোনো বীরত্বের গল্প বলে না। তারা চাকরি খোঁজে, পদোন্নতির স্বপ্ন দেখে, কখনও আপস করে, কখনও ভেঙে পড়ে। কিন্তু সেই সাধারণ জীবনের মধ্যেই তিনি খুঁজে নিয়েছেন নাটকীয়তা। পাঠক তাই নিজের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর পাতায়।

কেবল কি তাই ! বাঙালির প্রাণের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, তাঁদের জীবন, জীবনের নানা বাঁক প্রাণ পেয়েছে তাঁর কলমে। সেই অর্থে, সার্বিক অর্থেই নিশ্চয়, তিনি বাংলা ও বাঙালির জীবনের, তার আধ্যাত্মিক দর্শনেরও কথাকার।

বাংলা সাহিত্যে ষাট-সত্তরের দশক ছিল উথালপাথাল সময়। পরীক্ষামূলক লেখালেখি, নতুন ভাষা, নতুন ভাবনা—সব মিলিয়ে এক রূপান্তরের যুগ। সেই সময়েই শংকর নিজের স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করেছিলেন। তিনি পরীক্ষার চেয়ে জীবনের দিকে ঝুঁকেছেন। গল্প বলার সহজ সাবলীলতা বজায় রেখে গভীর কথা বলেছেন। পাঠক তাঁকে গ্রহণ করেছে অকুণ্ঠভাবে। শুধু বই নয়, তাঁর রচনার চলচ্চিত্ররূপও স্মরণীয়। সাহিত্য থেকে সিনেমার পর্দায় উঠে এসেছে তাঁর চরিত্রেরা, পেয়েছে নতুন প্রাণ। কিন্তু মূল রচনার আবেদন অমলিন থেকেছে। বইয়ের পাতায় কথা বলে উঠেছে যে শহর, তা আরও অন্তরঙ্গ, আরও অনিবার্য।

শেষ জীবনে তিনি আড়ালে ছিলেন, প্রকাশ্যে কম এসেছেন। তবু বইমেলা বা নতুন সংস্করণ প্রকাশের সময়ে তাঁর নাম উচ্চারিত হলেই ভিড় জমত। নবীন পাঠকও তাঁর রচনা খুঁজে নিয়েছে। কারণ, তাঁর লেখা তো কেবল সময়ের নয়, মানসিকতা তথা মানবিকতারও দলিল। যতদিন এই কলকাতা শহর থাকবে, এখানকার বাসিন্দা এই আমাদের মতো মানুষেরা থাকবে, আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর আপসের গল্প থাকবে—ততদিন শংকর প্রাসঙ্গিক।

পৌরাণিক বসন্ত ও বাংলার সংস্কৃতি

হৈমন্তী রায় ঠাকুর : পশ্চিমবংলায় বসন্ত উৎসব এর আর এক নাম দোল উৎসব। অন্যদিকে সমগ্র ভারতবর্ষে হোলি উৎসব নামে পরিচিত।

পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী দোলযাত্রা মূলত রাধা-কৃষ্ণের শাশ্বত প্রেম এবং রঙের খেলাকে কেন্দ্র করে উদযাপিত হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে আবির ও কুমকুম সহযোগে রঙের খেলায় মেতে উঠতেন। আজও বৃন্দাবনে সেই রীতি মেনে দোলের দিন সেখানকার সমস্ত মানুষ রঙের উৎসব পালন করেন। বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুযায়ী হোলি বৃন্দাবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মনে করেন দোল বা হোলি রাধা-কৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেম এবং অশুভ শক্তি বিনাশের উৎসব।

বাংলায় নদীয়ার নবদ্বীপে এই বিশেষ দিনটি আধ্যাত্মিক কারণকে কেন্দ্র করে তাৎপর্যপূর্ণ। দোল পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম হয়েছিল ১৪৮৬-তে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-এর প্রবর্তক তিনি। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে নগরকীর্তন কোরেছিলেন প্রথম তিনি। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন সহযোগে হরি নামের জোয়ার এনেছিলেন মধ্যেযুগের এই অবতার। কাজেই বাঙালির প্রাণের মানুষ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নদীয়ায় দোল পূর্ণিমায় বিশেষ ঘটা।

ছবি: সংগৃহীত

পুরাণমতে হোলিকা ও ভক্ত প্রহ্লাদের কাহিনী ঘিরে এই দিন অন্যভাবে বৈশিষ্টপূর্ণ। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বোন হোলিকা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু না হওয়ার বর বা আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। ভক্ত প্রহ্লাদকে হত্যার জন্য তাকে কোলে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়। স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ অক্ষত থাকে, হোলিকা আগুনে পুড়ে ছাই হয়। এই ঘটনা বিজয়ের প্রতিক দোল পূর্ণিমার আগের দিন ন্যাড়াপোড়া হয় বাংলা সহ ভারতের অন্যান্য স্থানে। অনেকের মতে “হোলিকা দহন উৎসব” নামেও প্রচলিত।

পুরাণের অপর এক আখ্যানের কাহিনী অনুসারে বসন্তকালে ভগবান শিবের ধ্যান ভাঙতে কামদেব শিবের দিকে ফুলের তীর ছুঁড়েছিলেন। শিব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে শিব তৃতীয় নয়ন এর সাহায্যে কামদেবকে ভস্মিভূত করেন। পরে কামদেবের স্ত্রী রতি প্রার্থনা করে শিবকে সন্তুষ্ট করে এবং বসন্তপঞ্চমীর দিন পুনরজ্জীবিত করার অশ্বাস দেন।

কাজেই এই বসন্তপূর্ণিমা পৌরাণিক ভাবে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কলকাতা শহরে নানা জায়গায়, নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দোলযাত্রা পালিত হয়।

বীরভূমের শান্তিনিকেতন তার মধ্যে অন্যতম। বিশ্বের দরবারে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব বহু যুগ ধরে ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। বর্তমানে এই উৎসব এর বিশেষ কারণ বসত একটু ব্যাহত হচ্ছে।

তবু রবি ঠাকুরের ছাতিমতলার বসন্তের “গৃহবাসী খোল দ্বার খোল” বাংলার মানুষের মনে এবং মননে অনন্য সংস্কৃতিক ছোঁয়া সারা পৃথিবীর কাছে ঐতিহ্যপূর্ণ এবং আজও অমলিন।

সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-3 ● March 2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

খামেনেই-উত্তর মধ্যপ্রাচ্য কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বধ্যভূমি?

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো: আজকের সূর্যোদয় হয়তো সভ্যতার ইতিহাসে এক অন্ধকার অধ্যায়ের সূচনা করল। ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে যে ছায়াযুদ্ধ বছরের পর বছর ধরে চলে আসছিল, তা এই মুহূর্তে এক নজিরবিহীন ও ধ্বংসাত্মক রূপ নিল। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই এবং তাঁর সপরিবারে নিহত হওয়ার ঘটনা কেবল কোনো একটি মাত্র দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষতি নয়, বরং এটি গোটা বিশ্বব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেক হতে পারে।

ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী ও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার যৌথ লক্ষ্য যে কেবল কেবল সামরিক ছিল না তার প্রমাণ মিনাবের এক স্কুলে ১৫৩ জন নিরাপরাধ প্রাণের মৃত্যু। এই মৃত্যুর মিছিলই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' বা 'সুনির্দিষ্ট হামলা'র বুলি আসলে আধুনিক যুদ্ধের এক চরম মিথ্যাচার। অন্যদিকে, মার্কিন রণতরী 'ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন'-এ ইরানের পাল্টা আঘাত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ইরানকেও আজ আর অবহেলা করা যাবে না। রাশিয়া ও চীনের নিঃশর্ত সমর্থনই বরং এই সংঘাতকে আর কেবল আঞ্চলিক সীমানায় আটকে থাকতে দেবে না। এই নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকে যে বচসা ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি দেখা গেল, তা রাষ্ট্রসংঘের চরম দেউলিয়াপনাকেই প্রকট করে। শান্তি ফেরানো যেখানে লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল, সেখানে শক্তিশালী দেশগুলো ব্যস্ত নিজেদের সামরিক দম্ভ জাহির করতে। একপক্ষের ৩০টি ড্রোন প্রতিহত করার দাবি আর অন্যপক্ষের শত শত লাশের মিছিল-এই সংখ্যাতত্ত্বের খেলায় হেরে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ।

খামেনেইয়ের উপদেষ্টা থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মৃত্যু ইরানকে হয়তো নেতৃত্বহীন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তার বদলে যার জন্ম নিল, তা হল এক পৈশাচিক প্রতিশোধের আগুন। তেলের বাজার থেকে শুরু করে বিশ্ব অর্থনীতি—সবই এখন দাউদাউ করে জ্বলছে। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই অহংকার ও অন্ধ আক্রোশ কূটনীতির জায়গা নেয়, তখনই নেমে আসে প্রলয়। আমরা কি তবে সেই পরমাণু যুদ্ধের প্রহর গুনছি, যেখানে জয়ী হওয়ার জন্য কেউ বেঁচে থাকবে না?

মধ্যপ্রাচ্যের এই রণক্ষেত্রের আঁচ সরাসরি এসে লেগেছে সাধারণ মানুষের পকেটে। খামেনেইয়ের মৃত্যু এবং মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হামলার খবর চাউর হতেই বিশ্ব অর্থনীতিতে ধস নেমেছে।

পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে উত্তেজনার জেরে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম এক ধাক্কায় ১৫-২০% বেড়ে গেছে। হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা ঘনিয়ে আসছে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের কালো মেঘ। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে গোটা পৃথিবীতেই পরিবহন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামে।

যুদ্ধ শুরুর সংকেত পেতেই বিশ্বজুড়ে দালাল স্ট্রিট থেকে ওয়াল স্ট্রিট—সবাই লাল সংকেত দেখাচ্ছে। লগ্নিকারীদের কয়েক লক্ষ কোটি টাকা নিমিষেই ধুলোয় মিশে গেছে। অনিশ্চয়তার ভয়ে বিনিয়োগকারীরা শেয়ার ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকছেন, যার ফলে সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে সাপ্লাই চেইন বিঘ্নিত হওয়ায় বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ডলারের তুলনায় অন্যান্য মুদ্রার মান দ্রুত পড়ে যাচ্ছে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এক অর্থনৈতিক আত্মহত্যার শামিল।

এবারের বিশ্বকাপে কি অঘটন ঘটতে পারে?

ভারতবর্ষ সহ সারা পৃথিবী আতঙ্কে, অনিশ্চয়তায়, উদ্বেগে আক্রান্ত। বহু ভারতীয় প্রিয়জন ঘর ছেড়ে মধ্য - প্রাচ্যে আটকে আছেন নিজের দেশে না ফেরার আতঙ্কে। তবুও যেহেতু মানুষ প্রতিকূলতায় থেকেও মুক্ত বাতাসের ছোঁয়া পেতে চায় তখন ই চ্যানেল চেঞ্জ করে বিশ্বকাপে চোখ রাখে। সেই মননে লক্ষ্য স্থির রেখে কলম ধরলেন বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক **শমীক গোস্বামী**।

ছবি : সংগৃহীত

যে সময় বসে এই লেখা, লেখা হচ্ছে, সে সময়টাকে সাহিত্যের ভাষায়, বিশ্বকাপের ভরা বাদর বলা যেতেই পারে। গ্রুপ স্টেজ পেরিয়ে, এখন সুপার এইটের পালা।

মোট ২০টি দেশকে নিয়ে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী বিশ্বকাপ ২০২৬ শুরু হয়েছিল। প্রতিটি গ্রুপ থেকে তিনটে করে মানে মোট চারটে গ্রুপ থেকে বারোটি টিম ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে। সবচেয়ে চমকে যাওয়ার খবর, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশ যাদের দখলে এ পর্যন্ত মোট ১৪টি আই.সি.সি. ট্রফি, তারা এই এলিমিনেশন রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছে। এটাই বোধহয় এবারের টুর্নামেন্ট এর সবচেয়ে বড়ো অঘটন। জিম্বাবোয়ের মতো অপেক্ষাকৃত কম ওজনদার টিম, অস্ট্রেলিয়াকে এবারেও বিশ্রীভাবে পর্যুদস্ত করেছে। অবশ্য জিম্বাবোয়ে এর আগেও ১৯৭৫ সালের ইংল্যান্ডে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়ে সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিলো। জিম্বাবোয়ের কিন্তু এই চমকে দেওয়ার অভ্যেসটা বেশ পুরোনো, ১৯৮৩ সালে এমনি একটা গ্রুপ ম্যাচে তারা ভারতকেও প্রায় নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিলো, যদি না সেদিন কপিলদেব নিখাঞ্জ বলে ভারতের অধিনায়ক এক আসুরিক ১৭৫ রানের অপরাজিত ইনিংসটি না খেলতেন। ওই লীগ ম্যাচটি হেরে গেলে তাঁর হাতে প্রুডেন্সিয়াল বিশ্বকাপটি হয়তো লর্ডসের মাঠে আর উঠতোই না, আর আমাদের দেশ ও প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেতো না।

এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে তখন ইতিমধ্যেই ভারতের অপ্রতিরোধ্য, অপরাজেয়, অশ্বমেধের ঘোড়াটিকে থামিয়ে দিয়েছে সাউথ আফ্রিকা দল। গত প্রায় দু বছরে আই.সি.সি. বিশ্বকাপে একটিও ম্যাচ হারেনি ভারত, সেখানে এই ৭৬ রানের ব্যাপক পরাজয় কি অঘটনের ইঙ্গিত? ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও এই গ্রুপে আছে অঘটনকারী জিম্বাবোয়ে আর এই টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড আর শ্রীলংকা আছে অন্য গ্রুপে। সুপার এইট পর্বে দুটি গ্রুপ থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় হওয়া দুটি টিম সেমিফাইনাল খেলবে। ভারতের এই শোচনীয় হার কি বড়ো কোনো অঘটনের আগাম ইঙ্গিত দিচ্ছে নাকি আহত বাঘের মতো পরের দুটো ম্যাচে ভারত ছিঁড়ে খাবে তাদের প্রতিপক্ষকে। আগামী ই মার্চ আহমেদাবাদ অথবা কলম্বোতেই পাওয়া যাবে সব প্রশ্নের উত্তর।

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor: Haimanti Roy Thakur,** Phone: 9836765148, 9830495701& Email: haaimaanti@gmail.com